দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

প্রতিবন্ধীদের মূলধারায় আনতে চাই প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে তারা বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনেরা। তারা বলেন, দক্ষ অনেক প্রতিবন্ধী আজ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন। তাই প্রতিবন্ধীদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরি। এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণখাতে বিনিয়োগ ও কোটা করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দাবি জানান তারা। গতকাল মঙ্গলবার 'মিট দি ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট নিডস অব ইয়াং পিপল উইথ ডিসএ্যাবিলিটি' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এই দাবি জানান তারা।

দি ডেইলি স্টার ভবনে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল আলোচনা যৌথভাবে আয়োজন করে অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও একশন এইড বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মিকাইল শিপার, বিশেষ অতিথি ছিলেন এনএসডিসির প্রধান নির্বাহী এবিএম খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সালাউদ্দিন কাশেম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন একশন এইড বাংলাদেশের প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ খাইরুল ইসলাম, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মোল্লা। গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন একশন এইড বাংলাদেশের প্রোগ্রাম এন্ড পলিসি ক্যাম্পেইন ডিরেক্টর আজগর আলী সাবরি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপারসন মহুয়া পাল।

মিকাইল শিপার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে একসাথে মিলিয়ে না ফেলার পরামর্শ দেন। তিনি বিএমইটি'র অধীনে ২৭টি নির্মিতব্য ভবনে র‍্যাম্প ও লিফট বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি কারিকুলামের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, ১৬ কোটি মানুষের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হলে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় নাই। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কেমন প্রশিক্ষণ দরকার, তারা কি কাজ করতে পারবে, তাদের দক্ষতা কোথায় কাজে লাগানো যায় তা ঠিক করতে হবে। দক্ষ জনগোষ্ঠীর বিদেশেও চাহিদা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণে বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেন।

সালাউদ্দিন কাশেম খান জানান, দেশের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধীর কর্মসংস্থান নেই। তাই অনেক টাকা খরচ করে তাদের দক্ষ করলে তাতে সুফল আসবে না। এজন্য নতুন কোন প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে প্রতিষ্ঠান আছে তাই কাজে লাগাতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এবিএম খোরশেদ আলম আইটি এবং হোটেল ও ট্যুরিজম ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধী কাজ করতে পারবে উল্লেখ করে বলেন, দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সমন্বয়হীনতা আছে। ৫ শতাংশ কোটা পূরণ করতে প্রতিবছর ১ শতাংশ কোটা পূরণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান না করার ক্ষতির বিষয়ের উপরও চিত্র তুলে ধরেন।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্টেপ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (বাস্তবায়ন), প্রত্যেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন ও ভবিষ্যতে তাদের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করার আশ্বাস দেন। এনএসডিসি'র সিইও সরকারের ২৩টি মন্ত্রণালয় যারা দক্ষতা উন্নয়নের সাথে জড়িত তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করার বিষয়ে জোর দেন তারা।

মূল প্রবন্ধে একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ১৯টি সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১০টিতে কোন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নেই, ৪টিতে ১ জন করে, অবশিষ্ট ৪টিতে ২ জন করে ও ১টিতে ৩ জন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়। ৫ শতাংশ কোটার উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তির হার খুবই কম। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব, কাঠামোগত ও তথ্যগত প্রবেশগম্যতার অভাব, প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের অভাব এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সরকার, দাতা সংস্থা, এনজিও ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের করণীয় বিষয়ে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়।